الحزر للمؤمنين

মুমিনদের জন্য সতর্ক বাণী

কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রণেতা

মুফতী মাওঃ মোঃ নজরুল ইসলাম রেজভী

সুন্নি আল-কাদেরী (এম, এম, এম, এফ)

সাং- হারং, পোঃ চান্দিনা, থানা চান্দিনা

জেলা ঃ কুমিল্লা-বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় ঃ ইসলামী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

www.YaNabi.in

পূর্বকথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য–যিনি সারা মাখলুকাতের লালন পালনকারি। তাঁহার রহমত ছাড়া আশরাফ আতরাফ কাহারো রক্ষা নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল সৃষ্টির উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, সকল মানুষের প্রতি আদেশ করিয়াছেন একনিষ্ঠভাবে এখলাছের সহিত তাঁহার বন্দিগী করার জন্য। এরশাদ করিয়াছেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাহা তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর। যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা বর্জন কর।

সমগ্র সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর করুণা, রাহমাতাল্লীল আলামিন, যাঁহার হাত মোবারকের ইশারায় আকাশের মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়। যাহার নূরের তজল্লীতে দ্যুলোক ভূলোক আলোকিত হয়। যাহার উছিলায় আমরা দ্বীনে হকের আলোকে প্রাপ্ত তাঁহার প্রতি তাহার পরিবার পরিজনের প্রতি ও তাঁহার ছাহাবায়ে কিরামগণের প্রতি লক্ষ কোটি দরুদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

ঈমান আকিদাকে সংশয় মুক্ত রাখার জন্য বর্তমান লেবাসধারী ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে নিজেদের বাচার জন্য এবং তাহাদের মনগড়া মতবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামার নুরানী জবান মোবারকের দ্বারা প্রকাশিত কতিপয় হাদীস উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করা হল।

আজ থেকে সারে চৌদ্দশ বৎসর পূর্বে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে যে সমস্ত নিদর্শনাবলী প্রকাশ পাবে তাঁহা হুবহু হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করিয়াছেন বর্তমানে তাহা আমরা চর্ম চোখে আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি। সেই মর্মে উক্ত নূরানী বাণীসমূহ ঈমানদারগণের খেদমতে পেশ করে তাদের ঈমান আক্বীদা চরমপন্থি ওহাবী, নজদী, দেওবন্দী, জামাতিও ছয় উসুলের তাবলীগি গোমরাহ বেদায়াত পন্থীদের ঈমান নাশক মতবাদসমুহ থেকে বাচার জন্য উক্ত কিতাবখানা প্রকাশ করলাম।

আর তাহাদের আত্মপ্রকাশের দ্বারাই কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই আসুন ঈমান রক্ষার্থে উক্ত নতুন গোমরাহ দলসমূহ থেকে নিজেদের ঈমান আক্বিদাকে হেফাজতে রাখি। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে উক্ত কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে ও তার আছর থেকে হেফাজত করেন।

আমার লিখায় বা মুদ্রণ জনিত ত্রুটির কারণে যদি কোন পাঠক ভাইয়ের হাতে ধরাপরে তাহলে জানাবেন, তাহা পরবর্তি মুদ্রণে এছলাহ করা হবে। আল্লাহপাক যেন আমার এই শ্রমটুকু পরকালের নাজাত হিসেবে কবুল করেন। আমিন। –খাকছার নজরুল ইসলাম রেজভী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

বেদয়াত (আধুনিক মতবাদ) হইতে সাবধান ঃ

قال الله تعالى فاما الذين قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ـ (ال عمران ـ ٧)

মহান আল্লাহ পাক বলেন– যাহাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে। (আলে ইমরান – ৭)

قال الله تعالى فبد الذين ظلموا قولا غيرالذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ـ (بقرة)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদেরকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা পরিবর্তন করিয়া অন্য কথা বলিল। সুতরাং পরিবর্তন কারিদের প্রতি আমি আসমান হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম। কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল। (বাকারা– ৫৯)

قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين ـ (المرسلات ـ ١٠)

মহান আল্লাহর বাণী সেই দিন দূর্ভোগ তাহাদিগের যাহারা মিথ্যা আরোপ করে। (মুরসালাত–১৫)

১নং হাদীস

وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا متى قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولايفون ويظهر فيهم السمن ـ (متفق عليه)

হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হইল আমার যুগের লোক (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম) তৎপরপর্তি যাহারা আসিবে তাহাদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তি তাহাদের যুগ। এইভাবে ভাল লোকদের পরে এমন কিছু লোক আবির্ভাব হইবে যাহারা সাক্ষ্য দিবে অথচ তাহাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হইবেনা তাহারা খেয়ানত করিবে, তাহাদের উপর বিশ্বাস রাখা যাইবেনা। তাহারা মানত করিবে আর তাহা পূরণ করিবেনা তাহাদের পেটের মধ্যে চর্বি প্রকাশ পাইবে।

(বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

২নং হাদীস

وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ـ (متفق عليه)

অর্থাৎ হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হইল আল্লাহর কিতাব সর্ব উত্তম পথ প্রদর্শন হইল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ প্রদর্শন এবং ঘৃণিত উমুর হইল যাহা নতুন উদ্ভাবন (দ্বীনি বুনিয়াদকে আধুনিকীকরণ) করা হইয়াছে আর সকল বেদায়াত (সুন্নাতের পরিপন্থি যে কোন নতুন কর্ম বা বিশ্বাস) হইল ভ্রান্ত। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

বর্তমান প্রেক্ষাপট

জ্ঞাতব্য বিষয় জরুরী شر الامور বলিতে দ্বীনি বুনিয়াদ তথা শিরক এখলাছ কুফরী ও এবাদত সম্পর্কিত আধুনিক বিধি বা অভিনব বিশ্বাসসমূহকেই বুঝায়। যেমন–

১। শিরক সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর অপব্যাক্ষ্যা ও অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নতুন বিধি চালু করা। যাহার দ্বারা কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক বহু ছোট বড় এবাদতকেও শিরক বলা হয়। অনুরূপভাবে পূর্বগামী ছালেহীনদের পথ। তথা মুমেনদের অনুস্বরণকে গায়রুল্লাহর এবাদত বলা হয়। নিজেদের খাহেশ মত শিকর কাটা বিধির ভিত্তিতে আত্মপুজা তথা সেচ্ছা চারিতাকে এখলাছ বা তৌহিদ বলা হয়। যেমন এরূপ ফত্ওয়াবাজী করে বাতিল মাযহাব পন্থি ৭২ দলীয় লোকেরা।

২। অপর দিকে নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রবর্তিত শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র এবাদতের তরিকা বা বিধি চালু করা। যাহার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বারা মারেফাতের বা আধ্যাত্মিকতার নাম দিয়া কাফের মুসলমান ও মুশরিক নারী পুরুষ একত্রে ধর্মাচার করাকে উত্তম এবাদত বলা হয় এবং সরাসরি আল্লাহ প্রাপ্তির সোপান অতিক্রম এর একমাত্র উপায় মনে করা হয়। যাহা আমাদের সমাজে এখন ওতপ্রোতভাবে জরিত হয়েছে। তাহা থেকে বেচে থাকা সুন্নি মুসলমানদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

৩। ইসলামী খিলাফতের সুস্পষ্ট বিধানকে অন্ধকারে রাখিয়া ইয়াহুদী খৃষ্টান গণের সুস্পষ্টমতবাদ গণতন্ত্রকে ইসলামী গণতন্ত্র নামে চালু করা।

যাহার দ্বারা কোরান সুন্নাহর আলোকে অজ্ঞ, মুর্খ ও অযোগ্য জনতাকে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি মান্য করা হয়। ঐ অযোগ্য প্রতিনিধির দ্বারা নির্বাচিত বিধানসভার বিধায়কগণের হাতেই ইসলামের হালাল হারামের বিধান বিলুপ্ত হইয়া গায়রুল্লাহর দ্বীন বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইহাও কিয়ামতের নিদর্শনের একটি অংশ।

৩নং হাদীস

হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

العلماء امناء الرسل مالم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فاذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل (جامع الصغير عن انس رضى الله تعالى عنه) ـ

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমগণ সুলতানদের অর্থাৎ ধনিদের সহিত মিলামিশা না করে এবং পার্থিব বিষয়ে প্রবেশ নাকরে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা রাছুলের আমানতদার অর্থাৎ ওয়ারেসে রাছুল এবং যখন তাহারা সুলতানদের অর্থাৎ ধনিদের সহিত মেলা মেশা করে এবং পার্থিব বিষয়ে প্রবেশ করে তখন তাহারা রাছুলের খেয়ানত করে থাকে অর্থাৎ তখন তাহারা ওয়ারেসে রাছুল থাকেনা।

নোট প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমান হল যে, বর্তমানে যে সমস্ত আলেমগণ ইসলামের বিপ্লব শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে বা পূর্ণ ক্ষমতা দখল করার চিন্তায় লিপ্ত রয়েছে মূলতঃ তাহারা ইসলাম চায়না বরং তাহাদের ধারণা মাত্র দুনিয়া কামাই বা গদি দখল। তাহারা যখন গদী পূর্ণভাবে দখল করবে, তখন শুধু তাহারা তাহাদের কুফরী মতবাদই সমাজে প্রকাশ করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন–

وهل بدل الدين الا الملوك واحبار سوء ورحبانها ـ

অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে যদি কেহ পরিবর্তন করিয়া থাকে তবে ইহারা হইতেছে কতকগুলি শাসক, দুষ্ট আলেম এবং বৈরাগীর দল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

تشريح الكلام উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, বর্তমানে যে সমস্ত আলেমে চু (মন্দ প্রকৃতির) অর্থাৎ দুনিয়ার লোভ লালসাময়ী আলেমগণ যাহারা কোরান হাদীসের অপব্যাখ্যা করিয়া সমাজে বিভ্রান্তি করেছে তাদের ছোবল থেকে নিজেদের ঈমান আকিদা রক্ষা করা একান্ত দরকার।

৪নং হাদীস

وعنه عليه الصلوة والسلام يكون بعدى اعمة لايهتدون بهدى ولايستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان وجسمان انسان ـ نقله فى المشكوٰة)

অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আমার বেছালের পর এমনকিছু ইমামের আত্মপ্রকাশ হবে যাহারা আমি নবীর হেদায়াতের উপর পরিচালিত হবে না। অর্থাৎ আমার হেদায়াত অনুযায়ী জিন্দিগী পরিচালিত করবেনা। এবং আমার ছুন্নতসমূহ পালন করবেনা (অর্থাৎ ধর্মে তাদের মনগড়া আইন প্রতিষ্ঠিত করবে। যেমন বর্তমান দেওবন্দী ওহাবী নজদী ইয়াজিদ পন্থি ও মওদুদী পন্থিগণ।) অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে। যাদের দেহ হবে মানুষের অন্তর হবে শয়তানের। (মেশকাতশরীফ)

নোট– প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, বর্তমানে যেই সমস্ত ইমামগণ মসজিদে ইমামতি করতেছে এবং বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের গুরুদায়ীত্বে নিয়োজিত তাহারা অনেকেই ধর্ম ব্যাবসায় লিপ্ত নবিজির প্রতিষ্ঠিত হেদায়াত সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

যেমন– শুক্রবারের জুময়ার নামাজের আজানসহ পাঞ্জেগানা আজান মসজিদের বাহিরে দরজায় ও উচু যায়গায় বা মিনারায় দেওয়া ছুন্নাতে রাছুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন উক্ত সুন্নাতকে বর্তমান যোগের অনেক ইমামগণ দাপন করে ভিতরে দিতেছে। যাহা নবীজির হেদায়াত ও সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরিত। এই জন্য নবীজি বলেছেন– তাদের দেহ হবে মানুষের আকৃতির আর অন্তর হবে শয়তানের।

হে সুন্নি মুসলমানগণ ঐ সমস্ত হেদায়াত শুন্য এবং সুন্নাত শুন্য ইমামগণের ছোবল থেকে বেচে থাকুন। নবীজির সুন্নাত দাপন করা ইহাও কিয়ামতের একটি নিদর্শন সরূপ।

৫ নং হাদীস

ياتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كا القابض على الجمر ـ (رواه الترمذى)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন একটি সময় আসতেছে যে, জলন্ত অগ্নির কয়লা হাতে রাখা যেমন কষ্টকর অথচ তার চাইতে আর ও কষ্ট হবে ঈমানকে রক্ষা করা।

নোট– উক্ত হাদীসের আলোকে বর্তমান জামানায় দেখা যাচ্ছে যে, ঈমান আক্বিদা রক্ষা করা প্রজ্জলিত অগ্নির কয়লা হাতের তালুতে রাখার চাইতে ভয়ংকর কষ্ট হইতেছে। শুধু বেদায়াতি মোল্লাদের অত্যাচারের কারণে। তাই হে ঈমানদারগণ আপনারা উক্ত বেদায়াতে ছাইয়্যা প্রতিষ্ঠা কারি মোল্লা ও ফকীর গণ থেকে নিজেদের ঈমান আক্বিদাকে হেফাজত করুন।

বেদ্য়াতিকে আশ্রয় দেওয়া প্রসঙ্গে

৬ নং হাদীস

وعن ابى الطفيل قال سئل على هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ فقال ماخضا بشئ لم يعم به الناس الاما فى قراب سيفى هذا فاخرج صحيفة فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارض وفى رواية من غير منار الارض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من اوى محدثا ـ (رواه مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবু তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনাদেরকে আল্লাহর রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ ভাবে কিছু দিয়া গিয়েছেন কি? তিনি বলেন সর্বসাধারণ অন্তর্ভূক্ত নহে এমন কোন কিছু আমাদের জন্য খাছ করিয়া দিয়া যান নাই। তবে এই তলোয়ারের খাপের মধ্যে যাহা আছে। ইহা বলিয়া তিনি খাপ হইতে কাগজ বাহির করিলেন। সেখানে লিখাছিল ঐ লোকের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো নামে জবেহ করে, আর ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে জমিনের সিমানা চুরি করে, অপর বর্ণনায় আছে যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে, আর ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে তাহার বাপকে অভিশাপ দেয়, আর ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যেকোন বেদায়াতীকে (মন্দ বেদায়াত) আশ্রয় দেয়। (মুসলিম শরীফ)

নোটঃ বেদয়াতী হইল যাহারা ঈমান আকীদা তথা শিরক এখলাছ কুফর এবং এবাদত সম্পর্কে নতুন বিধি চালু করিয়া বা দল সৃষ্টি করে। এই জাতীয়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লোক উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। ইহাদের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় বিপর্যয় নামিয়া আসে।

প্রথম বেদায়াতী যাহাদের হাতে খিলাফতে রাশেদার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে তাহারা হইল খারেজী ফেরকা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষায় খারেজিরা হইল মহান আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি। কেননা তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অবতির্ণ পবিত্র বাণী সমুহকে মোমেনদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। তাহাদেরই অপর একটি শাখা বর্তমান দেওবন্দি ওহাবী নজদীগণ।

(ফতহুল বারী ২৬ খঃ ১১৮ পৃঃ)

কিয়ামাতের পূর্বলগ্নে ফিত্নার প্রকাশ

قال الله تعالى والفتنة اكبر من القتل ـ (بقرة ـ ٢١٧)

মহান আল্লাহরবাণী–আর ফিতনা হত্যা অপেক্ষা বহুগুণে মারাত্মক।(বাকারা ২১৭)

৭ নং হাদীস

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ـ (رواه مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাছুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– নেক আমলে দ্রুত অগ্রসর হও ঘন অন্ধকার রাত্রির অংশের মত ফিতনার সম্মুখিন হইবার পূর্বে। যখন কোন ব্যক্তি সকালে মোমেন থাকিবে আর সন্ধায় কাফের হইয়া যাইবে। আবার কেহ সন্ধায় মোমেন থাকিবে। সকালে কাফের হইয়া যাইবে সে দ্বিন (নিজের ধর্ম) বিক্রয় করিবে দুনিয়ার সামান্য নাম খ্যাতি কিংবা সম্পদের বিনিময়ে। (মুসলিম শরীফ)

নোট– উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহা বুঝা গেল যে, ফিতনা তখনই প্রকাশ পাবে যখন লোকেরা ধর্মকে পার্থিব সম্পদ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে বিক্রি দিবে, এখন আমাদের সমাজে তা হুবহু প্রকাশ পাচ্ছে তাই যাহাদের বা যেই সমস্ত আলেমগনের দ্বারা ধর্ম বিক্রিত হচ্ছে তাদের ছোবল থেকে হে দেশবাসী! আপনারা সাবধান হউন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৮ নং হাদীস

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى على الناس زمان لايبالى المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام ـ (رواه البخارى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রাছুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন মানুষের মধ্যে এমন একটি সময় আসিবে যখন কেহ ভাবিয়া দেখিবে না যে, সে যাহা লাভ করিল তাহা হালাল পথে না হারাম পথে লাভ করিল। (অর্থাৎ হালাল হারামের বিচার থাকিবেনা) (বোখারী শরীফ)

আর বর্তমান সমাজে ধর্ম নীতি থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রিয় পর্যায় পর্যন্ত ঠিক একই অবস্থা বিরাজ করছে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এগুলো থেকে পানাহ দান করেন।

৯ নং হাদীস

وعن حذيفة قال كان الناس يسئالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركنى قال قلت يارسول الله انا كنا فى جاهلية وشرفجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هد يتى تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذنوه فيها قلت يارسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تا مرنى ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين واما مهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدرك الموت وانت على ذلك ـ (متفق عليه)

হযরত হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন মানুষেরা আল্লাহর রাছূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে কল্যাণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সম্পর্কে প্রশ্ন করিত আর আমি অকল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতাম আমাকে যদি উহা পেয়ে বসে এই ভয়ে তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম হে আল্লাহর রাছুল নিশ্চয় আমরা অন্ধকার যুগে মন্ধ কাজে রত ছিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণে (এর যুগ) আনিয়া দিয়াছেন। এই কল্যানের পরে কি অকল্যাণ আছে? তিনি ফরমাইলেন হ্যাঁ। আমি আরজ করিলাম ঐ অমঙ্গলের পরে কি আবার ভাল আছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে তখন ধোয়া থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, আবার ধোয়া কি রকম? তিনি ফরমাইলেন, লোকে আমার সুন্নাত ছাড়িয়া অন্য সুন্নত গ্রহণ করিবে। আমার পথ ছাড়িয়া অন্য পথে লোকদিগকে পরিচালিত করিবে। তাহাদের মধ্যে ভাল মন্ধ দুইটাই পাইবে। আমি আরজ করিলাম (ঐ নূন্যতম) কল্যাণের (যুগের) পরে কি আবার মন্ধ (যুগ) আছে? তিনি ফরমাইলেন হ্যাঁ। তাহা হইল দোযখের দরজায় দাঁড়াইয়া আহবান কারীদল বা লোকের আবির্ভাব হইবে। যেই ব্যক্তি তাহাদের ডাকে সারা দিবে তাহাকে তাহারা দোযখে নিক্ষেপ করিয়া ছাড়িবে। আমি আরজ করিলাম হে আল্লাহর রসূল! তাহাদের পরিচয় আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তিনি ফরমাইলেন তাহারা আমাদের মতই মানুষ হইবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলিবে। (আরবী ভাষায় অথবা কোরানে হাদীসে বর্ণিত নছিহত হিকমতের ভাষায় কথা বলিবে।) আমি আরজ করিলাম, যদি ঐ অবস্থার সম্মুখিন হই তখন আমি কি করিব? তিনি ফরমাইলেন তখন তুমি মুসলমানের জামাত সমগ্র উম্মতের কাছে স্বীকৃতি জামাত হইল। সুপ্রসিদ্ধ চার ইমামের অনুসারী সুন্নীজামাত এবং তাহাদের সুন্নী ওলামাদের কাছে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত) ইমামকে আকঁড়াইয়া ধরিবে। আমি আরজ করিলাম যদি মুসলমানের একক জামাত এবং উপযুক্ত ইমাম না থাকে তখন কি করিব? তিনি ফরমাইলেন তখন বিক্ষিপ্ত দলগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। অবস্থাভেদে গাছের শিকড়ের নিচে আশ্রয় নিবে এমনকি ঐ অবস্থায় মৃত্যু তোমাকে পাইয়া যাইবে। (বোখারী, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ)

নোট–হে সুন্নি মুসলমান ভাইয়েরা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা আমরা কি ভাবে শেষ জীবনটুকু অতিবাহিত করব হযরত হোযায়ফা বাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন উক্ত হাদীস অনুযায়ী জীবন গঠন করা একান্ত কর্তব্য।

ফিতনার সময় ঈমান রক্ষা করার উপায়

১০ নং হাদীস

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

من الماشئ والماشى فيها خير من الساعى من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجئا او معاذا فليعذبه ـ (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন– নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন শিঘ্রই ফিতনা শুরু হইবে (কোন দিকে অংশ না লইয়া) বসে থাকা ব্যক্তি দাড়ানো ব্যক্তি হইতে উত্তম। আর দাঁড়ানো ব্যাক্তি চলমান ব্যাক্তি হইতে উত্তম। চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি হইতে উত্তম। এমনকি সেই ব্যাক্তি ফিতনার দিকে মুখ তুলিয়া চাইবে তাহাকেও ঘিরিয়া ধরিবে। অতএব সেই ব্যক্তি ফিতনা মুক্ত ঠিকানা অথবা আশ্রয় স্থান পাইবে তাহার উচিত উহার দিকে নিজেকে রক্ষা করা।

(বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

১১ নং হাদীস

وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة فى الهرج كهجرة الى ـ (رواه مسلم)

হযরত মাকাল বিন ইয়াছার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়াত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন। হারজের সময় (ফিতনায় জড়িত না হইয়া) একাএকা এবাদত করা আমার দিকে হিজরত করার মত ছাওয়াব। (যেই ভাবে মক্কাবাসী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার দিকে মদীনায় হিজরত করিয়া ছিলেন। (মুসলিম শরীফ)

قیامت کی نشانیاں

কিয়ামাতের আলামত সমূহ

প্রকাশ থাকে যে, কিয়ামাতের আলামতসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত–১। আলামাতে ছোগরা অর্থাৎ ছোট আলামত ২। আলামাতে কোবরা অর্থাৎ বড় আলামাত।

ছোট ছোট নিদর্শনাবলী প্রকাশ হওয়ার পর পরই বড় বড় আলামতগুলো প্রকাশিত হবে। তখনই কিয়ামাতের বড় আলামাত প্রকাশ পাবে যখন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিচ্ছালাম আবির্ভাব হবে।

বর্তমান জামানায় কিয়ামাতের ছোট ছোট আলামাতগুলো আমাদের চোখের সামনে আকাশের চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, যাহা নুরনবীজির জবান মোবারকে আজ থেকে সারে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে নবীজি বলেদিয়েছেন।

আমি নিম্নে আলামাতে ছোগরার গঠিত বিষয় বস্তুগুলো হাদীসে নববীর দ্বারা উক্ত কিতাবে প্রকাশ করলাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১২ নং হাদীস

وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة الاعلى شرا الخلق ـ (رواه مسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিকৃষ্ট সৃষ্টির (মানুষের) উপরই কিয়ামাত সংগঠিত হইবে। (মুসলিম শরীফ)

১৩ নং হাদীস

وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس بيده لاتذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول قتل فقيل كيف يكون ذالك قال الهرج القاتل والمقتول فى النار ـ (رواه مسلم)

অর্থাৎ– হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন হুজুর নুরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, সে মহান সত্তার কছম যাহার হাতে আমার প্রাণ দুনিয়া সেই পর্যন্ত শেষ হইবে না। যেই পর্যন্ত না এমন দিন মানুষের মধ্যে আসিবে হত্যাকারী বলিতে পারিবে না কেন সে হত্যা করিল এবং নিহত ব্যক্তিও জানিবেনা কোন কারণে তাহাকে হত্যা করা হইল। আরজ করা হইল এটা কিরূপে হইবে? তিনি ফরমাইলেন। হারজ অর্থাৎ হত্যা লিলা চলিবে। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখী। (মুসলিম শরীফ)

নোট– বর্তমান জামানায় সারাবিশ্বে যেভাবে অন্যায় ভাবে হত্যার ঘটনাবলী চলছে তাহার দ্বারা প্রমাণ যে কিয়ামাত অধিক নিকটে চলে আসছে তাই সকল ঈমানদার মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য কিয়ামাতের জন্য অপেক্ষায় থেকে নিজেদের ঈমান আক্বিদাকে মজবুত ভাবে আকড়ে রাখা।

১৪ নং হাদীস

وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى اكون انا الذى انجو ـ (رواه مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফোরাত নদীর নিচের সোনার পাহাড় (খনিজ সম্পদ) উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হইবে না। ঐ সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ভয়ানক হত্যা কান্ড হইবে। উহাতে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ মারা যাইবে। এবং তাহাদের প্রত্যেকে আশা করবে যে, সে একাই বাঁচিয়া যাইবে এবং একাই ঐ সম্পদ ভোগ করিবে। (মুসলিম শরীফ)

১৫ নং হাদীস

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل ـ (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন সময় নিকটে হইবে, ইলম উঠাইয়া নেওয়া হইবে, ফিতনা ছড়াইয়া যাইবে, এবং কৃপনতা দেখা দিবে। হারজ বাড়িয়া যাইবে, লোকেরা আরজ করিল হারজ কি? তিনি ফরমাইলেন, হত্যা। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

১৬ নং হাদীস

عن انس رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ـ (متفق عليه)

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই কিয়ামাতের পূর্বে শর্ত হিসাবে ইলম উঠাইয়া নেওয়া হইবে। মুর্খতা বাড়িয়া যাইবে ব্যাভিচার (জিনা) বাড়িয়া যাইবে, মদ পান বাড়িয়া যাইবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ পরিচালক হইবে। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

বর্তমান প্রেক্ষাপট–উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক বর্তমান জামানায় কিয়ামতের পূর্ণ শর্তসমূহ পাওয়া যাইতেছে যেমন আলেম রুপি আছে কিন্তু সত্যিকার ইলম আস্তে কজ্জ হইতেছে সমাজে মূর্খ বৃদ্ধি পাইতেছে জিনার প্রবণতা বেশী দেখা দিয়াছে মদ পানও অধিক হারে চলছে পুরুষের সংখ্যাও আস্তে হ্রাস পেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই কিয়ামতের পূর্বের পূর্ণলক্ষণ বা নমুনা এখন সব সময় তাওবায় থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৭ নং হাদীস

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفئ دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم بغير الدين واطاع الرجل امراته وهق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وصاد القبيلة فسقهم وكان زعم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمرأ وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وايات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع ـ (تدمذى شريف اور مشكورة شريف)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন যুদ্ধে প্রাপ্ত মালসমূহ নিজেদের হস্তগত হবে আমানতকে গণিমত হিসাবে নিয়ে যাবে। যাকাত দেওয়াকে জরিমানা মনে করবে, আলেমগণ ইলম অর্জন করবে দুনিয়া কামাই করার উদ্দেশ্যে পুরুষগণ নারীদের বৎসতা স্বিকার করে নিবে, অর্থাৎ স্বামি তার স্ত্রীর গোলাম হবে। এবং সন্তান তার মায়ের নাফরমানি করবে, এবং যখন দুরের লোকদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহন করবে, এবং নিজের পিতাকে দুরে সরাইয়া রাখবে, এবং মসজিদসমূহে উচ্চ কণ্ঠ প্রকাশ পাবে। সমাজের নেতাগণ যখন ফাছেক হবে এবং সমাজের নেতাগণ যখন কমবখত হবে এবং লোকদেরকে (মানুষ) সম্মান করবে। তার খারাপ আচরণের ভয়ে, যখন মহিলা গায়কগণ বেরে যাবে এবং বিভিন্ন প্রকৃতির বাদ্য যন্ত্র সমাজে প্রকাশ পাবে, এবং মদ পান বেড়ে যাবে, এবং যখন উম্যতের পিছনের লোক সকল পূর্বের লোকদেরকে খারাপ বলে মন্তব্য করবে, তখন তোমরা ঐ সময় (নিম্নের) ঘটনাবলীর অপেক্ষায় থাকিও কাল ধোয়া সংঘটিত হবে, ভূমিকম্প হবে, জমিন ধসে যাবে। ছুরাত পরিবর্তন হবে, পাথর বৃষ্টি হবে এবং কিয়ামতের বড় বড় নিশানাগুলো একের পর এক প্রকাশ হইতে থাকবে, যেমন একটি মুতির ছড়া তার রশি বা গিটনি ছুটে গেলে যেমন একটির অনুকরণে অপরটি যে ভাবে ছোটে যায় এমনি ভাবে একের পর এক কিয়ামতের বড় বড় নিশানাসমূহ অতি দ্রুত প্রকাশ পাইতে থাকবে।

(তিরমিজি শরীফ ও মিশকাত শরীফ)

تشريح الحديث الزكاة مغرما الخ অর্থাৎ যাকাত দেওয়া জরিমানা মনে করবে। বর্তমানে বহু ধনি লোক রয়েছে যাহারা যাকাত দেয়না বা যাকাত দেওয়াকে এরা জরিমানা মনে করে। ইহা কিয়ামতের একটি নিদর্শন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(২) وتعلم بغير الدين অর্থাৎ ইলম অর্জন করবে দুনিয়া অর্জন করার জন্যে বর্তমানে অনেক আলেম রুপি লোক রয়েছে যাহারা দুনিয়ার সম্পদের পাহাড় ও দুনিয়ার ভোগবিলাসিতা অর্জন করার জন্য ইলম সঞ্চয় করতেছে যেমন আমি এক যায়গায় যৌতুকের ব্যাপারে ওয়াজ করার পর কতিপয় কাট মোল্লা আমাকে এসে বলল যে, রেজভী সাহেব, মা বাবা, এত টাকা পয়সা খরচ করে আলেম বানাল আমরা কি কিছু লাইতে পারব না, এতকষ্ট করে ইলম শিখলাম।

তাদের উক্ত বাক্য সমূহের জবাবে আমি বল্লাম, আপনারা যদি এই উদ্দেশ্যে ইলম শিখে থাকেন অবশ্যই আপনাদের জন্য অত্যাবশ্যক তৌবা করা কেননা দুনিয়ার কোন আরাম আয়েশ ভোগ বিলাশিতার উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম অর্জন করা জায়েজ নেই। তখন তাহারা আমার নিকটই তাওবা করল, এবং ভবিষ্যতের জন্য সজাগ হয়ে গেল, জেনে রাখবেন– আলেমগণ ইলম সঞ্চয় করতে হবে একমাত্র ধর্মকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের সন্তুষ্টির জন্যে এছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে নায়েবে রাছুলের মধ্যে থাকতে পারে না। কেননা দুনিয়া কামাইর উদ্দেশ্যে যাহারা ইলম সঞ্চয় করিয়াছে বা করতেছে তাহাদের দ্বারাই কিয়ামত অতি সন্নিকটেই প্রকাশিত হইবে।

اطاع الرجل امراتة الخ অর্থাৎ পুরুষগণ নারীদের অনুগামী হবে, যেমন বর্তমানে হাটে মাঠে ঘাটে তাহাই দেখা যাইতেছে তাই ঈমানদার স্বামী তার স্ত্রীর রোজগারের পয়সায় নিজের জীবন অতিবাহিত করতেছে। মুসলমানের জন্য উক্ত নীতি নিয়ম থেকে পরহেজ করা একান্ত বর্তব্য।

وهق امه وادنى صديقه অর্থাৎ মা' এর নাফর মানি বেড়ে যাবে। অর্থাৎ বর্তমানে তাহা প্রত্যেক সমাজে দেখা যায়। দুরের লোকদেরকে বন্ধু বানাবে তাহাও বর্তমান সমাজে দেখা যায়।

واقصى اباه ـ الخ এবং তাদের পিতার নাফরমানি করবে– বর্তমানে তাহাও প্রকাশ পেয়েছে।

وظهرت الاصوات فى المساجد অর্থাৎ মসজিদসমূহে শোর গোল বেশী হইবে। যেমন– আমাদের সমাজে অহেতুক বাকবিতন্ডা হট্টোগোল গন্ডগোল শুধু তাহাই নহে মাইকের দ্বারা মসজিদে বিরাট বিরাট আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে যাহা কিয়ামতের নিশানার মধ্যে গণ্য ফতুয়ায়ে আলমগীরি নামক কিতাবে মসজিদের আদবে রয়েছে মসজিদের ভিতরে অঙ্গুলির দ্বারা মটকা ফুটানো মাকরূহ।

আফসোস ঃ আজ অনেক আলেমগণ মসজিদের ভিতরে মাইকের মাধ্যমে আজান ইকামাত, খোৎবা তালাওয়াত নামাজ ইত্যাদি কিছু করতেছে যাহা সম্পূর্ণই হারাম, ও কিয়ামতের নিশানা, তাই ঈমানদারগণের প্রতি সাবধানবাণী হল আপনারা উক্ত কর্মসমূহ থেকে বিরত থাকবেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা আরো বহু ঘটনাবলী যাহা আমি উপরে অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি, তাহা হুবহু আজ সমাজে প্রকাশ হয়েছে, সুতরাং এ'গুলো থেকে বেচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

১৮ নং হাদীস

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كا اليوم ويكون اليوم كاالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار ـ (ترمذى شريف)

অর্থাৎ খাদেমুর রাছুল হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখনই কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে যখন জামান একটি অপরটির অধিক নিকটতম হয়ে যাবে। অর্থাৎ জামানার প্রতিটি সময় অতিদ্রুত গামি হয়ে যাবে। বৎসর মাসের ন্যায় হবে, মাস সপ্তাহ বরাবর হবে, সপ্তাহ একদিন বরাবর হবে এবং ঐ সময় একদিন একঘন্টার ন্যায় হবে, এক ঘন্টা যেন একটি অগ্নির স্ফুলিংগের ন্যায় হবে, যাহা আকাশের দিকে ছুটে মুহূর্তের মধ্যে আবার নিঃশেষ হয়ে যায়। (তিরমিজি শরীফ)

১৯ নং হাদীস

عن حذيفة بن اسيدن الغفارى قال اطلع النبى صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذا كر فقال ماتذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويا جوج وما جوع وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نارتخرج من اليمين تطرد الناس الى محشرهم وفى رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشروفى رواية فى العاشرة وريح تلقى الناس فى البحر ـ (مسلم ومشكواة)

অর্থাৎ হযরত হোযায়ফা বিন উছায়দিনিল গাফফারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আমরা একে অপরের সাথে আলোচনায় লিপ্ত আছি এমতাবস্থায়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুজুর নুরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন তোমরা কিসের আলাপ করছ? তখন আমরা বললাম যে, কিয়ামত কখন হবে সেনিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি। এমতাবস্থায় নবীজি বলেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দশটি নিশানা দেখা না দিবে। অতঃপর তিনি উক্ত দশটি নিশানা আলোচনা করলেন।

(১) ধোঁয়া (২) দাজ্জাল, (৩) দাব্বাতুল আরদ, (৪) পশ্চিম দিকে সূর্য উঠা, (৫) ইছা ইবনে মরিয়াম আলাইহিচ্ছালাম নাজিল হওয়া, (৫) ইয়াজুজ মাজুজ প্রকাশ হওয়া, (৭) তিন স্থানের জমিনে ধস নামা, মাশরিকে (৮) মাগরিবে, (৯) জাজিরাতুল আরাবে, (১০) শেষ হল ঐ অগ্নি যাহা ইয়ামান থেকে বাহির হবে এবং লোকদেরকে বেরি দিয়ে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ মুলকে শামের দিকে নিয়ে যাবে এবং অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে ঐ আগুনটি আদন নামক এলাকা থেকে বাহির হয়ে এবং লোকদেরকে বেষ্টন করে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে দশম নিশানা হল একটি বাতাস প্রবাহিত হয়ে লোকদেরকে দরিয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম শরীফ)

নোট– প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত হাদীসে যে দশটি নিশানার কথা বলা হয়েছে তাহা আলামতে কোবরার মধ্যে গণ্য।

২০ নং হাদীস

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عور العين اليسرى جفال الشعر معه جنته وناره فناره جنة وجنته نار ـ (مشكوة)

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত তিনি বলেন, প্রীয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জালের বাম দিকের চক্ষু হবে কানা, অনেক পশম ওয়ালা হবে, তাহার সাথে থাকবে জান্নাত ও দোযখ। তাহার সাথে থাকা জাহান্নাম হবে মূলতঃ জান্নাত। আর জান্নাত হবে দোযখ। (মুসমিলম শরীফ ও মিশকাত শরীফ)

২১ নং হাদীস

عن ابى سعيدن الخدرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين ـ (ابو داؤد)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন প্রিয় নবীসাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মাহদী (আলাইহিস্ছালাম) আমার আওলাদ থেকে হবে রুপসীময়ী এবং প্রশান্ত পেশানি হবে, নাক হবে লম্বা ঐ ব্যক্তি জমিনকে এমন ভাবে ন্যায় বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবে। যেমন তার পূর্বে অত্যাচার নির্যাতন, তার বিনিময়ে তিনি ইনছাফের মাধ্যমে কায়েম করবেন। এবং তিনি ৭ বৎসর পর্যন্ত জমিনের মালিকানা করবেন, বা রাজত্ব কায়েম করে দুনিয়ায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করবেন।

২২ নং হাদীস

عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتقوم الساعة حتى لايقال فى الارض الله الله ـ (ابوداؤد)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাছুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– কেয়ামত তখনই কায়েম হবে যখন জমিনে আল্লাহ আল্লাহ বলার কেউ থাকবে না।

অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনে একটি মুমিন থাকবে। যখন একটি মুমিনও থাকবে না, তখনই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

উপরে বর্ণিত, ১৮ নং হাদীস থেকে ২১ নং হাদীস পর্যন্ত নিশানাগুলো হল– علامات الكبر তাহা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত কখন থেকে মৃত হচ্ছে এবং কার দ্বারা মৃত হয় হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন?

উত্তর ঃ নবী য়ে দোজাহান রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ৬০ তিজরি সাল থেকে মৃত হওয়ার সূচনা হয় অদ্যাবদী তা প্রচলিত আছে সেই ইয়াজিদ প্রেতাত্মাগণদের দ্বারা, নবিজীর সুন্নাত ধ্বংসকারি সর্ব প্রথম ব্যক্তির নাম আমিরে মুয়াবিয়ার বেটা ইয়াজিদ।

২৩ নং হাদীস সেই মর্মে হাদীস পেশ করছি

ابن ابى شيبه وابو يعلى اور بيهقى نے ابو ذرسے روايت كى كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناہے آپ نے فرما يا سب سے پہلے جوميرے سنت كو بدلےگا وہ بنى اميه كا آدمى ہوگا ـ بيهقى نے فرما يا شبه ہوتاہے كه غالباوه ادمى يزيدبن معاويه ہے ـ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত আবু ইয়ালা এবং আবিশায়বা এবং বায়হাক্কী আবুজর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন যে আমি রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেন সর্ব প্রথম যে, আমার সুন্নাত কে পরিবর্তন করেছে সে হল বণি উমাইয়্যার এক ব্যক্তি।

ইমাম বায়হাক্কী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছে নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির নাম মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াজিদ।

২৪ নং হাদীস

کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ معتدل اور عدل وانصاف پرقائم رہےگا البتہ بنی امیہ کا ایک آدمی جس کا نام یزیدہے اس میں رخنہ ڈالے گا۔ خصائص الکبری فی معجزات خیر الوری۔

অর্থাৎ যে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে এই দ্বিন সর্বদা ইনছাপ ও সত্যের উপর কায়েম ও দায়েম থাকবে, কিন্তু উমাইয়্যা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি (যার নাম) ইয়াজিদ সেই ইসলামে রদ বদল করবে।

নোট–উক্ত ২টি হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, ইসলাম ধর্মে রদবদল ও সুন্নাতে মোহাম্মাদীতে পরিবর্তন করেছে একমাত্র ইয়াজিদ ও বর্তমানে ইয়াজিদের প্রেতাত্মাগণ। বর্তমানে যাহারা নবীজির সুন্নাত না পালন করিয়া নিজেদের মনগড়া শরীয়ত সমাজে কায়েম করেছে এরা মূলত: এজিদ বাহিনী এদের থেকে সরল প্রাণ সুন্নি মুসলমান গণের ইমান আক্বিদা হেফাজতে রাখা একান্ত কর্তব্য।

২৫ নং হাদীস

বঙ্গানুবাদ ঃ হুজুর নুরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আমার উম্যতের কিয়াদাংশ লোক শরাব পান করবে, কিন্তু তার নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে উহা পান করবে হাকিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। (খাছায়েদুল কোবরা)

২৬ নং হাদীস

آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں پرا یسازمانہ آئے گا کروہ ایک گھڑی تک کھڑے انتظا رکر تے رہے گے مگروہ کسی امام کونہ پائے گی جو اپنے نماز پڑھائے۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্যতের মধ্যে এমন একটি যুগ আসবে যে, তাহারা এক ঘন্টা দাড়াইয়া থাকবে নামাজের (সঠিক) ইমামের অপেক্ষায় কিন্তু কোন ইমাম পাবে না। নোট– বর্তমানে হুবহু তাহাই দেখতে পাই আমাদের সমাজে।

২৭ নং হাদীস

طبرانی نے اوسط میں ابو بکرہ سے روایت کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پر ایسازمانہ آے گا وہ اس زمانہ میں معروف کاحکم کرنے ولا اور منکر سے بازرہنے کی تلقین کرنے ولاکوئی نہ رہے گا ۔

ইমাম তিবরানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আওছাতের মধ্যে আবু বকরাহ থেকে রেওয়াত করেছেন যে, আমি রাসূলে খোদা থেকে শ্রবণ করেছি তিনি বলেছেন লোকদের উপর এমন একটি সময় আসবে যে ঐ জামানায় সৎ কাজের আদেশ দাতা ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কোন হুকুম দাতা বা শিক্ষা দাতা থাকবে না।

নোট– উহা কিয়ামতের পূর্ব লগ্নে সংঘটিত হবে।

২৮ নং হাদীস

বঙ্গানুবাদ ঃ হযরত আবু ইয়ালা এবং তিবরানি আওছাত এর মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকেবর্ণনা করেছেন তিনি বলেন– নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের মহিলাগণ কতৃত্ব করবে এবং তোমাদের যুবকগণ ফাছেকী ফুজুরী করবে? ছাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ এমন একটি সময় কি আসবে? তিনি বলেন হ্যাঁ বরং তার চাইতে আর কঠিন।

এ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে? যখন তোমরা نهی و امر بالمعروف عن المنکر কে ছেড়ে দিবে? ছাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ এমন একটি সময় কি আসবে? নবীজি বলে হ্যাঁ, তার চাইতে আরো কঠিন, অতঃপর তিনি বলেন তখন তোমরা কি করবে? যখন তোমরা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল দেখবে।

নোট– বর্তমানে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এগুলো থেকে বেচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২৯ নং হাদীস

বঙ্গানুবাদ ঃ ইমাম হাকিম রাহমতল্লাহ আলাইহে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– যখন মুসলমানগণ নিজেদের আলেমগণের প্রতি গোস্যা রাখবে এবং নিজেদের বাজারসমূহে অট্টালিকাগুলো সুন্দর সাজে সজ্জিত করবে এবং সম্পদ গচ্ছিত করার জন্য (অর্থাৎ যৌতুকের মাধ্যমে) বিবাহ করবে, ঐ সময় আল্লাহ পাক তাদেরকে চারটি বিষয়ের দ্বারা পরীক্ষা করবেন–(১) জামানার মধ্যে দীর্ঘ অভাব অনটন দেখা দিবে, (২) জালেম বাদশাহ অবর্তির্ণ করবে, (৩) হাকিমগণ ন্যায় বিচারের খেয়ানত করবে। এবং বিধর্মী দুষমনগণ তাদের উপর বিজয়ী হবে।

নোট– আমাদের দেশে এই চারটি বস্তু হুবহু চলতেছে আমাদের নৈতিক অপরাধের কারণে।

৩০ নং হাদীস

বঙ্গানুবাদ ঃ ইমাম হাকিম তিনির কিতাবে হযরত আবু হুরায়রার সনদে বয়ান করেন– রাছুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন দুনিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উহার মধ্যে ভূমি ধ্বংস, ছুরাত পরিবর্তন পাথর বৃষ্টি না হবে, ছাহাবায়ে কিরাম গণ আরজ করলেন হুজুর উহা কখন সংঘটিত হবে? তিনি বলেন যখন তোমরা দেখবে মহিলাগণ বিরাট বিরাট প্রাসাদে বসছে (রাষ্ট্রের সর্ব উচ্চ সিংহাসনে বসছে, এবং ফাহেসা গানাদার অধিক হবে, মিথ্যা সাক্ষি দাতা হবে এবং নামাজিরা মুশরিকদের সোনা চান্দির বর্তন দ্বারা পানি পান করবে। (যেমন সৌদী আরবের বাদশাহ ফাহাদ থেকে আরম্ভ করে প্রায় মুসলমান নামধারি বাদশাহগণ এমন কার্য করতেছে।)

পুরুষ, পুরুষদের দ্বারা, মহিলাগণ মহিলাদের দ্বারা কুকর্মে লিপ্ত হবে। তখনই দুনিয়া ধ্বংস হবে।

নোট– উক্ত হাদীসে দুনিয়া ধ্বংশের যত নিশানা প্রকাশ করা হয়েছে সবগুলো আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়েছে, সতর্ক হওয়া দরকার, কখন যে, আমাদের উপর বিপর্যয় এসে যায় বলা যায় না, তাই হাদীসে বার বার সতর্ক করা হচ্ছে সাবধান ঐ সমস্ত কু কর্ম হতে।

৩১ নং হাদীস

বঙ্গানুবাদ ঃ বাজ্জার এবং তিবরানী আওছাত এর মধ্যে মায়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন তিনি বলেন যে, রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন শেষ জামানায় এমন লোক হবে। জাহেরে তোমাদের ভাই হবে, কিন্তু বাতিনে দুষমন হবে, ছাহাবায়ে কেরাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরজ করলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ এই অবস্থা কেন হবে? তিনি বলেন একে অপরের প্রতি ইর্ষা করবে ও একে অপরকে ভয় করবে।

৩২ নং হাদীস

বঙ্গানুবাদ ঃ তিবরাণী শরীফ আওছাত এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে, নুরে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ জামানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যাদের মুখ অন্যান্য মানুষেরন্যায় হবে, কিন্তু তাদের অন্তর হবে শয়তানের ঐ সমস্ত লোকেরা মন্দ কাজ থেকে বেচে থাকবে না। যদি তোমরা তাদের অনুগামী হও তবে তাহারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে, আর যদি তাদের থেকে দূরে থাক তাহলে তাহারা তোমাদেরকে খারাপ জানবে, এবং তোমরা যদি তাদের সাথে আলাপ কর তাহলে তারা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে এবং তোমরা যদি তাদের নিকট আমাণত রাখ তবে তাহারা উহা খেয়াণত করবে। তাহাদের বাচ্চাসমূহ বেয়াহায়া নির্লজ্জ হবে, তাদের যুবকেরা চালাক চতুর প্রতারক হবে এবং তাদের বৃদ্ধরা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করবে না। তাদের সামনে ইজ্জত ওয়ালা লোকগণ বেইজ্জতি বা লাঞ্চিত অপমানিত হবে। যাহা তাদের হাতের মধ্যে থাকবে তাহা অন্বেষণ কারিগণ তাদের মুখাপেক্ষি হবে, ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে আলিশান মসনদ ওয়ালা হবে। তাদের মধ্যে নেক কাজের হুকুম দাতাগণ মুহতামেম হবে। তাদের মধ্য থেকে ইমানদার গণকে নির্জিব মনে করা হবে। তাদের মধ্যে ফাজের ফাছেকগণ, ইজ্জত ওয়ালা হবে।

ان کی زبان پر بدعت بدعت ہوگی اور جو بدعت ہوگی وہ ان میں سنت کہلائے گی۔

তাদের জবাণে সুধু বেদ্য়াত, বেদ্য়াত শুনা যাবে এবং যে সমস্ত কর্মগুলো বেদায়াত (তাহা) তারা সুন্নাত বলে প্রচার ও প্রকাশ করবে। ঐ সময় তাদের উপর বদ বখ্ত অর্থাৎ খারাপ প্রকৃতির লোকদেরকে হাকিম বানানো হবে। তাদের মধ্যে ভাল লোকেরা দোয়া করবে তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহিত হবে না। (খাছায়েছুল কোবরা শরীফ)

নোট জরুরী ঃ ان کی زبان پر بدعت بدعت ہوگی الخ প্রিয় ইমানদার মুসলমান ভাইয়েরা! হাদীসের উপরোক্ত অংশের দ্বারা আপনারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন যে আজ যেই সমস্ত আলেমগণ উমুক কর্ম বিদায়াত, উমুকত ব্যক্তি বেদায়াতি ইত্যাদি শ্লোগানে সমাজকে বিভ্রান্তি করতেছে, আর বিদায়াতসমূহকে সুন্নাত বলে প্রকাশ করতেছে তাহারাই মূলত বেদায়াতি,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গোমরা বদমাযহাবী, গায়রে মুকাল্লিদ, ওহাবী নজদী, দেওবন্দি, মওদুদী, তাদের দ্বারাই বর্তমান বিশ্বে বিদায়াতের প্রচলন হচ্ছে এবং সুন্নাগুলো মৃত হচ্ছে সুতরাং হাদীস শরীফের উপরোক্ত মর্ম অনুযায়ী তাদের সাথে চলাফেরা করা আদৌ সুন্নি মুসলমানদের জন্য উচিৎ নয়, তাদের দ্বারাই কিয়ামতের নিশানাসমূহ বারবার প্রকাশ হচ্ছে, আল্লাহ যেন সুন্নি মুসলমান গণের ঈমান আক্বিদাকে ঐ সমস্ত বেদায়াতিদের থেকে হেফাজত রাখেন।

৩৩ নং হাদীস

طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتکی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا لوگون پر ایسازمانہ ایگا کہ وہ بھڑے بن جائیی گے اور جو بھڑیانہ ہوگا وسے بھڑ یئے کھا جاینگے ۔

ইমাম তিবরানি আওছাতের মধ্যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন, যে রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকদের উপর এমন একটি সময় আসবে, যে লোক সকল চিতা বাঘ হবে, ও যাহারা বাঘ না হবে তাদেরকে উক্ত বাঘে খাবে।

অর্থাৎ লোকেরা বাঘের মত নির্দয়া হবে, বাঘ যেমন বকরি দেখলে গ্রাস করতে তার মায়া লাগে না, তদ্রুপ লোকরেদও এ অবস্থা হবে।

৩৪ নং হাদীস

امام احمد وطبرانی نے بعض اصحاسب سے روایت کی کہ مین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اپ نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تك كہ ذلیل وكمینون دوردورہ نہ ہو ۔

ইমাম আহমাদ ও তিবরানী কিয়াদাংশছাহাবায়ে কিরামগণ থেকে বর্ণনা করেন, যে আমি রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া খতম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতিটি দারে দারে কম বখ্ত কমিনা, নালায়েক নাফরমানগণ আত্ম প্রকাশ না করবে।

নোট–বর্তমানে সারা দুনিয়ায় জুলুম খোর নাফরমান, নারী ধর্ষণকারী ফাছেক ফোজ্জারে ভরে গেছে, তাই কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকা একান্ত বাঞ্চনিয়। সদা সর্বদা তাওবায়ে নাছুহার দ্বারা নিজকে বাচিয়ে রাখা একান্ত বাঞ্চনীয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩৫ নং হাদীস

ابو یعلی نے ابو ھر یرۃ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھے وہ حیا اور امانت ہے اور اس امت پر اخری چیزجو رہ جائے وہ نمازہے ۔

অর্থাৎ আবু ইয়ালা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন, যে রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এই উম্মতের থেকে সর্ব প্রথম حیا লজ্জা উঠে যাবে, শেষ বস্তুটি থাকবে শুধু নামাজ।

জ্ঞাতব্য– উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, লজ্জা উঠিয়া গিয়াছে, বিভিন্ন পাহেসাগাণ বাজনা, আত্মপ্রকাশ হয়েছে, টিভি, ভেসিয়ার, সিনেমা ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে, শুধু বাকী রয়েছে শুস্ক নামাজির দল, ইহাও কিয়ামতের একটি আলামত।

৩৬ নং হাদীস

حاکم نے حضرت انس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اخری زمانہ میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوگے اور قاری فاسق ہوگے ے

ইমাম হাকিম হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেছেন তিনি বলেন যে রাছুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–শেষ জামানায় ইবাদত কারিগণ মুর্খ হবে, আর কারিগণ ফাসেক হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ঃ উক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্তমান জামানায় দেখা যাচ্ছে ছয় উসুলের নব আবিষ্কৃত তাবলিগ পন্থিরা অধিক ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে হান্ডি, পাতিল, ডেক-ডেক্সি লইয়া ৪০ দিনের চিল্লায় বাহির হয়। মসজিদে খায় গোমায় বাত করম দেয় অথচ ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মুর্খ এবং কিংদাংশ কারি আমাদের সমাজে রয়েছে যাহারা কোরানের বাহ্যিক কারি হাকিকতে কোরান বিরুধি যাহাদের মন্দ সভাবের কথা বিভিন্ন সময় পেপার পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া যায়, তাই বর্তমানে যেহেতু তাদের প্রকাশ হয়েছে, তাদের থেকে সাবধান হওয়ার জন্য সুন্নি মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

যে কোন বেদায়াতে ছাইয়্যা প্রচলন কারিদের বন্দিগী আল্লাহর দরবারে গৃহিত হবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩৭ নং হাদীস

عن حذيفة قال قال رسول الله عليه وسلم لصاحب بدعة صوما ولا صلوة ولاصدقة ولاحجا ولاعمرة ولاجهاد ولاعدلا الخ ـ

হযরত হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহিওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে বেদায়াত (ছাইয়া) প্রচলন কারিদের রোজা, নামাজ, ছদ্‌কা, হজ্জ, উমরা, জেহাদ, ইনছাফ কিছুই আল্লাহ পাকের দরবারে গৃহিত হবে না।

নোট– উপরোক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, যে কোন মন্দ বিদ্‌য়াত প্রচলন কারিদের নামাজ আল্লাহ সমিপে কবুল হবে না। অথচ এমন ধরনের বেদ্‌য়াত প্রচলন কারিরা আজ বর্তমানে সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে আছে ছুরত সুলভ আচরণে দেখা যায় নায়েবে রাছুল হাকিকতে এরা নায়েবে শয়তান। উপরোক্ত হাদীসে ঈমানদারগণকে শতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা উপরে বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী মন্দ বিদয়াত প্রচলন কারিদের থেকে সাবধান হও।

কেননা তাহারা গোমরাহ জাহান্নামী আর যাহারা তাদের অনুস্মরণ করবে তাহারাও উক্ত দলের অনুসারি হবে, অর্থাৎ গোমরাহ ও জাহান্নামী।

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা!

আপনাদের সামনে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মাত্র কয়েকটি হাদীস ও বর্তমানে তাহা আমাদের সমাজে হুবহু প্রকাশ পাইতেছে যে তাহা ক্ষুদ্রাকারে উক্ত কিতাবে প্রকাশ করলাম, পরবর্তি মুদ্রণে আরো ব্যাপক হারে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করার চিন্তায় রয়েছি আপনারা অধম লিখকের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ পাক আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত হক প্রকাশ করার জন্য তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত দান করেন।

পরিশেষে পাঠকদের দীর্ঘায়ু কামনা করে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি না করে এখানেই ইতি রেখা টানলাম।

উক্ত কিতাব খানা আমার
মরহুম দাদা-দাদী, নানা-নানীর
রুহে পাকের হাদীয়া স্বরূপ
মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করলাম।
আমিন ছুম্মা আমিন
ইয়া রাব্বাল আলামিন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকাশকাল- ১২ই রবিউল আউয়াল
১২ই জ্যৈষ্ঠ
২৬শে মে ২০০২ইং
রোজ রবিবার

www.YaNabi.in

লিখকের আরো কয়েকটি কিতাব প্রকাশ হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

১। ছায়াবিহীন নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
২। ফাজায়েলুল কালিমাতুত তাওহীদ ও শানে হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৩। শায়খে কামেলের প্রতি মুরিদের আদব।
৪। হুব্বে আহ্‌লে বায়তুন্‌নবী ও ফাজায়েলে আহ্‌লে বাইতে আতহার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৫। কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট।

মুদ্রণে ঃ মাসুম প্রিন্টিং প্রেস, চান্দিনা, কুমিল্লা।

www.YaNabi.in